



36856 - ঈদে সংঘটিত হয় এমন কছি ভুলভ্রান্তি

প্রশ্ন

দুই ঈদে সংঘটিত হয় এমন কোন কোন ভুল ও শরিয়ত গরহতিকাজ থেকে আমরা মুসলিমি সমাজকে সতর্ক করবো? আমরা কছি কাজ দখে সেগেলোর বরোধতি করে থাকি। যমেন-ঈদরে নামাযরে পরে কবর য়ি়ারত করা এবং ঈদরে রাত্তে জগে থেকে ইবাদত করা...।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ঈদও ঈদরে খুশি অত্য়াসন্ন। তাই কছি বিষয়ে মুসলমানদরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যতে পারে। আল্লাহর শরিয়ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নাহনাজানার কারণে কছি মানুষযে কাজগুলো করথোকনে। যমেন : ১. ঈদরে রাত জগে থেকে ইবাদতকরাককে শরিয়তসম্মত আমল হিসেবে বশ্বি়াসকরা: কছি কছি মানুষ বশ্বি়াসকরযে, ঈদরে রাত জগে থেকে ইবাদত করাটা শরিয়তসম্মত আমল। অথচ এটিকটনিতুনপ্রবর্ততিবশ্বি় তথা বদি‘আত। এই আমলনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণতিনয়। বরং একটদিরুবলহাদীসেএ বিষয়টি বর্ণতিহয়ছে। যাতএসছে“যবেযক্তি ঈদরে রাত জগে ইবাদত করব; যদেনিসবহৃদয়মরযেবে সদেশি তারহৃদয়মরবনো।” এটসিহীহহাদসি হিসাবে প্রমাণতি নয়। এ হাদসিটদিইটসিনদরেমাধ্যমে বর্ণতিহয়ছে। এর একটমিওজু (বানগোয়াট) এবং অপরটহিলজয়ফি জদিদান (খুবই দুর্বল)। দেখুন আলবানীর “সলিসলিাতুল আহাদসি আদদায়ফি ওয়াল মাওজুআ (৫২০, ৫২১)। তাই অন্য রাতগুলোকে বাদ দিয়ে বশ্বি়েভাবে ঈদরে রাত্তে নফল নামায পড়া শরিয়তসম্মত নয়। তবে যাদরে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস আছে। তারা ঈদরে রাত্তে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে কোন দোষ নই। ২. দুই ঈদরে দনি কবর য়ি়ারত করা: এই আমল ঈদরে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য তথা আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও খুশি প্রকাশরে সাথে সাংঘর্ষকি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালহীনদরে আমলরে বপিরীত। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে, কবরককে উৎসবস্থল বানাত্তে নশ্বি়ে করছেন এটসিই সাধারণ নশ্বি়েধোজ্গার অধীনে পড়ে য়। যমেনটি আলমেগণ উল্লেখ করছেন য়ে, বশ্বি়ে কছি মুহূর্ত্তে ও বশ্বি়ে কছি মটৌসুমে কবর য়ি়ারত করাটা হচ্ছ- কবরককে উৎসবস্থল হিসেবে গ্রহণ করা। দেখুন আলবানীর ‘আহকামুল জানায়যি ওয়া বদিউহা’ (পৃঃ ২১৯ ও ২৫৮)। ৩. নামাযরে জামাত বর্জন করা এবং নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা: এট খুবই দুঃখজনক। আপনি দেখবেন য়ে কছি মুসলিমি নামায নষ্ট করে এবং নামাযরে জামাত ত্যাগ করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমাদরেও অমুসলিমিদরে মাঝে (পার্থক্য সূচতি করে) নামাজরে অঙ্গীকার, য়ে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল, সকে কুফরী করল।” [জামে তরিমযী (২৬২১) ও

সুনানে নাসা'ঈ (৪৬৩, আলবানীসহীহ আততরিমযী গ্রন্থে হাদসিটকিসেহীহবলছেন।] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলছেন: “মুনাফকিদরে জন্ম সবচয়ে কঠনি নামায হচ্ছ- এশাওফজর। তারা যদি জানত এ নামাযদ্বয়রে মধ্য(কী কল্যাণ)আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই সালাতে উপস্থতি হত। একবার আমি মনস্থ করছেলাম যে নামায শুরু করার নরিদশে করব; নামাযরে ইকামত দয়ো হবো এবং এক ব্যক্তিকে আদশে করব যে লোকদরে নিয়ে (ইমাম হিসেবে)সালাতআদায় করবো। আর আমি আমার সাথে কিছু লোক নিয়ে বেরে হব। তাদরে সাথে কাঠরে বাণ্ডলি থাকবো। সেই সমস্ত লোকদরে কাছে যাব যারা নামাযরে জামাতে উপস্থতি হয়নি। এরপর তাদরে বাড়ঘির আগুনে জ্বালিয়ে দবি।”[সহীহ মুসলমি(৬৫১)] ৪. ঈদগাহে, রাস্তাঘাটে কথিবা অন্য কোন স্থানে নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো এবং পুরুষদরে মাঝে নারীদরে ভড়ি জমানো: এটি বড় ধরনরে ফতিনা ও খুব বপিদজনক।এ ব্যাপারে ওয়াজবি হল নারী-পুরুষ উভয়কে সাবধান করাএবং যতটুকু সম্ভব প্রতরোধরে জন্ম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করা। নারীরা পুরোপুরি চলে যাবার আগে পুরুষ ও যুবকদরে কখনো সালাতরে স্থান বা মসজদি ত্যাগ করা উচতি নয়। ৫. কিছু কিছু মহলিার সুগন্ধি মখে, সাজগোজ করে পর্দা ছাড়া বেরে হওয়া: বর্তমানে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে।কছু কিছু মানুষ এই ব্যাপারটিকে খুব হালকা ভাবে নচ্ছ। আল্লাহুল মুস্তাআন (এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি)। কছু কিছু নারীতারা বীর নামায, ঈদরেনামায অথবা এ জাতীয় অন্য কোন উপলক্ষ্যে বেরে হওয়ারসময় সবচয়ে সুন্দর পশোকাটি পরিধান করনে এবং সবচয়ে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করে; আল্লাহ তাদরেকে হদোয়তে করুন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যনোরীসুগন্ধি ব্যবহারকরকেনো কওমরেপাশদয়িএমনভাবহেটে য়াযাততোরাসুগন্ধরিসটোরভপতে পারসেএকজনব্যভচারিণি।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনোনাঈ (৫১২৬; তরিমযি (২৭৮৬);আলবানী সহীহআততারগীবওয়াত তারহীব’ (২০১৯)গ্রন্থেএই হাদসিকহোসানহিসেবেউল্লেখকরছেনো।] আবু হুরায়রারাদআল্লাহু আনহু থেকেবের্ণতিযে,তনি বলনে: “আল্লাহর রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “জাহান্নামরে অধবিসী এমন দু’টো শ্রণী আছে যাদরেকে আমি দিখেনি। (১) তারা এমন মানুষ যাদরে কাছে গরুর লজেরে মত চাবুক থাকবো যা দিয়ে তারা মানুষকে মারবো এবং (২) এমন নারী যারা কাপড় পরা সত্বেও ববিস্ত্র, অন্যদরেকে পথভ্রষ্টকারনী এবং নজিরোও পথভ্রষ্ট,তাদরে মাথার চুলরে অবস্থা উটরে ঝুলে পড়া কুঁজরে ন্যায়।তারা জান্নাতে প্রবশে করবো না; এমনকি জান্নাতরে সটোরভও পাবে না। যদিও জান্নাতরে সটোরভ এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়।”[সহীহ মুসলমি (২১২৮)] নারীদরে অভভিবকদরে উচতি তাদরে অধিনে যারা আছতোদরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহ তাদরেউপরকর্ত্বরে যে দায়িত্ব ওয়াজবি করছেনো তা সম্পাদন করা। আল্লাহ বলছেন: “পুরুষরে নারীদরে উপর কর্ত্বশীল এ জন্ম যে, আল্লাহ একরে উপর অন্যকে প্রধান্য দান করছেনো”[৪ আন-নসি:৩৪]

সুতরাং নারীদরে অভভিবকদরে উচতি নারীদরেকে অবশ্যই সঠিক দিক নরিদশেনা দয়ো। হারাম থেকে বাঁচার মাধ্যমে যে পথে তাদরেদুনিয়া ও আখরাতরে নাজাত ও নরিপত্তারয়ছে, সে পথে তাদরেকে পরিচালতি করা এবং আল্লাহর নকৈট্য অর্জনরে ব্যাপারে তাদরেকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬- হারাম গান শোনা: বর্তমানে যে মন্দ কাজগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এর মধ্যে গান-বাজনা অন্যতম। গান-বাজনা এত



ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরও মানুষ এটাকে খুব হালকাভাবে নচ্ছিলে। গান-বাজনা এখন টিভিতে, রঙেঙিত, গাড়াতি, ঘরে, মার্কেটে সর্বত্র। লা হাওলা ওয়া লা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বল্লাহ (এর থেকে পরিত্রাণের কোন শক্তি ও ক্ষমতা নাই আল্লাহ ছাড়া)। এমনকি মোবাইল ফোনও এই মন্দ ও খারাপ জনিসি থেকে মুক্ত নয়। অনেকে কোম্পানি আছে যারা মোবাইল ফোনে সর্বাধুনিকি মডিজিকি টাউন দেওয়ার জন্য প্রত্যাগতি করে। এভাবে গান এখন মসজিদে পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে (আল্লাহ আমাদরেকেরে রক্ষা করুন)...। আল্লাহর ঘরে মডিজিকি কানে আসা এর চয়ে বড় মুসবিত, মহা-অন্যায় আর কহিত্তে পারে। এ বিষয়ে প্রশ্ন নং- (34217) দেখুন। এ যনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাদিসেরে বাস্তবপ্রমাণ, “আমার উম্মতেরে মধ্যকে ছিলোক এমন থাকব যোরাব্যভচার, রশেম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকহোলালগণ্যকরবে।” [সহীহ বুখারী (৫৫৯০)] আরও জানতে দেখুন প্রশ্ন নং-(5000) ও(34432)। তাই একজন মুসলমিরে আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং তার জানা উচিত -তার উপর আল্লাহর যনে নয়োমত আছে এর জন্য তার শোকর করা কর্তব্য। স্বীয় প্রতাপালকরে অবাধ্য হওয়াটা নয়োমতেরে শোকর নয়। কভিবে সতে তাঁর অবাধ্য হবে যনি তার উপর অসীম নয়োমত বর্ষণ করে যাচ্ছেনে। একবার এক দ্বীনদার ব্যক্তিকিছু লোকেরে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলনে যারা ‘ঈদরে আনন্দে মত্ত হয়ে গরহতি কাজ করছিল। তখন তনিতাদরেকেরে বললনে, “যদি তোমরা রমজানে ভালো আমল করে থাকো তাহলে ভাল আমল করতে পারার শোকর তো এটিনয়। আর যদি তোমরা রমজানে খারাপ আমল করে থাকো, তাহলে রহমানেরে সাথে খারাপ সম্পর্ক করার পর তো কেউ এমন আমল করতে পারে না।” আল্লাহই সবচয়ে ভেলজোননে।